অন্তরের কণ্ঠ

নীরব উচ্চারণ

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

অন্তরের কণ্ঠ, নীরব উচ্চারণ

আমার লিখিত এই অমিয় বাণী উৎসর্গ করিলাম - যুগে যুগে
নূরে মোহাম্মাদীর তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় সহায়তাকারী পবিত্র
আত্মাগণের প্রতি-

যাদের রক্তে লিখা তাওহীদের গান,
যাদের নিশ্বাসে জ্বলে আল্লাহর নাম,
যারা আঁধার ভেদে জ্বালায় নূরের দিশা,
নবীর ভালোবাসায় হারায় সব দিশা।
আশ্রয় চাহি আল্লাহর যেন শয়তান দূরে রয়।
শুরু করিলাম আল্লাহর নামে দয়ালু করুণাময়।
আমি এসেছি আলো জাগাতে মন।
অন্ধকারও শেখায় সত্যের কারণ।
দেহ ফুরায়, রূহ থাকে জীবন।
হারানো মানে নয় শেষ ক্ষণ।
যে ছেড়ে দেয়, সে-ই পায় আপন।
প্রেম ধরে রাখলে মরে বন্ধন।
প্রেম ছেড়ে দিলে বাঁচে জীবন।
বেদনা আসে ভাঙতে অহংকার-মন।
ক্ষমা দিলে হালকা হয় প্রাণ।
রাগ জ্বালায় আগুন, দেয় দহন।
বিনয় তোলে মানুষ আকাশ-গগন।

দুনিয়া নেয় না, দেয় পরীক্ষণ।
যা রাখো সবই যাবে পরক্ষণ।
যা দাও, তাই থাকে চিরস্থাপন।
ধন নয় বড়, শান্তি বড় সম্পদ-ভরণ।
দুঃখ শাস্তি নয়, রূহের শোধন।
অশ্রুই হয় দোয়া, যদি হয় সমর্পণ।
সত্য আসে নীরবে, নয় ঘোষণা-ব্যক্তি-উচ্চারণ।
নীরবতা দেয় সবচেয়ে গভীর জ্ঞান।
চোখ নয় দেখে, দেখে অন্তঃপ্রাণ।
রাত আসে না ঘুম, আসে অনুধ্যান।
কান্না দুর্বলতা নয়, ভেতরের পবিত্রতার-প্রমাণ।
ক্ষমা মানে ভুলে যাওয়া নয়, আগুন নেভন।
লোভ নেয় সব, ফেলে শূন্য মন।
দেয়া বাড়ায় দান, রাখা বাড়ায় শূন্যতা-গণন।
সময়ের কাছে হয় সবাই সমান।
যে আজ জিতে, কালও জিতবে না নিশ্চিতপণ।
জীবন ছোট নয়, বুঝতে না পারাই ক্ষণস্থায়িত্ব-বিবরণ।
মৃত্যু শেষ নয়, দরজা বদলন।
কবর ঘুম নয়, পথের প্রস্তুতিগঠন।
যে নিজেকে চিনে, সে-ই পায় জ্ঞান।
যে নিজেকে হারায়, সে-ই হারায় আপন।
রূহ কখনো মরে না, বদলায় স্থান।
চেহারা বদলায়, আত্মা থাকে চিরচরণ।

সব কিছু বদলায়, বদলায় না নিয়তির লিখন।
তাকদির অমোঘ, কিন্তু দোয়া দেয় পরিবর্তন।
আল্লাহ নীরব নন, আমরা বধির মন।
ডাকলে সাড়া আসে, শুধু চাই সমর্পণ।
সব ভয় ভেতরেই জন্মায় যতক্ষণ।
বিশ্বাস হলে ভয় ভেঙে যায় সম্পূর্ণ-অংশন।
তুমি যাকে হারালে, সে ছিলো আমানত-কিরণ।
তুমি যা রাখলে, তা-ও ধুলায় ফিরবে ক্ষণ।
কোনো সম্পর্কই স্থায়ী নয়, স্থায়ী শুধু প্রভুর সেবন।
সব মালিকানা মিথ্যা, সত্য এক মালিক-ঘোষণ।
শুধু দেহ দিলে হয় দান নয়, দাও হৃদয়-সংযোজন।
সুখ নয় বস্তু, সুখ হলো দৃষ্টিকোণ-নির্মাণ।
দেখা বদলালে বদলায় দুনিয়া-চারণ।
ধর্ম ভয় নয়, শান্তির আহ্বান।
ইবাদত মানে বাঁধন নয়, আত্মার উন্মোচন।
তুমি যত চাও বদলাতে বিশ্ব, বদলাও আগে মন।
অহংকার ছিঁড়ে ফেলে বন্ধন।
বিনয় জুড়ে দেয় আত্মার মিলন।
ক্ষতি শত্রু নয়, ক্ষতি শিক্ষা দান।
ভুল ছাড়া কেউ হয় না জ্ঞানবান।
তুমি যত জানো, বুঝবে অজ্ঞতার বিস্তার-প্রমাণ।
জ্ঞান মানে তথ্য নয়, আচরণের বিকিরণ।
ঘৃণা পুড়ায় ভেতর, ক্ষমা ঠাণ্ডা করে মন।

প্রতিশোধ শিকল, ক্ষমাই মুক্তি দান।
পুজা চায় প্রমাণ, প্রেম চায় সমর্পণ।
ভালোবাসা শর্তে নয়, ভালোবাসা দানে গঠন।
যেখানে লোভ, সেখানে মরন।
যেখানে দান, সেখানে জান্নাতের রূপায়ন।
মানুষ দেখে রূপ, স্রষ্টা দেখে মন।
চেহারা সময় নেয়, চরিত্র নেয় অনন্ত-চারণ।
দুর্বলতা নয় ত্রুটি, ত্রুটি দিয়েই হয় নির্মাণ।
অহংকার বলেনা "দুঃখিত", প্রেম বলে অনুশোচন।
সবাই শেখে দাঁড়িয়ে, কেউ শেখে ভাঙন।
যে ভাঙতে জানে, সে-ই গড়তে পারে আপন।
নীরবতাও কথা বলে, যদি মন রাখো আগ্রহী-মনন।
সত্য লুকায় না কখনো, শুধু সময় নেয় উন্মোচন।
হতাশা মিথ্যা, আশা সত্য অনুসরণ।
যা নিভে যায় চোখে, তা-ই জ্বলে ওঠে অন্তর-জান।
সব অশ্রুই শোক নয়, কিছু অশ্রু হেদায়াত-বরষণ।
সবাই ভালোবাসে, কম কেউ বোঝে অনুক্ষণ।
যে বোঝে, সে-ই পায় আপন।
শুধু মুখের কথা নয়, মূল্যবান—হৃদয়ের চিহ্নন।
সবার মুখ হাসে, ভেতরে কাঁদে মন।
দুনিয়া দেখে সাজ, কিন্তু স্রষ্টা শোনে অন্তর্দহন।
আসা-যাওয়া শেষ নয়, সবই পরীক্ষা-করণ।
যে নিজেকে জিতায়, সে-ই জিতে জীবন।

যে নিজেকে হারায়, সে-ই হারায় অনুপ্রেরণ।
যে জানে কে মালিক, সে-ই পায় শান্তি-দীক্ষণ।
সব পথ শেষ হয় তাঁরই দরজায় গমন।
প্রেম থামে দুনিয়ায় নয়, আরশের সিজদান।
অস্থায়ী কিছুতে আঁকড়ে থেকো না—দাও সমর্পণ।
আর সব কথার শেষে এই সত্যই জাগে মন—
যে নিজেকে চিনলো, সে-ই চিনলো পরম প্রভু অনুক্ষণ।